৬.৩ Freud-এর ধর্মসংক্রান্ত মতবাদ (The Freudian Theory of Religion)

Sigmund Freud (1856-1939) মনঃসমীক্ষণের (Phychoanalysis) উদ্ভাবক। তিনি ধর্মের প্রকৃতি নির্ণয়ের ব্যাপারে বিশেষভাবে ব্রতী হয়েছিলেন। ধর্মীয় বিশ্বাসকে তিনি অলীক বলে গণ্য করেন। তাঁর মতে, ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষের সবচেয়ে প্রাচীন, শক্তিশালী এবং সুদৃঢ় ইচ্ছার পরিপূর্ণতা ছাড়া আর কিছুই নয় ("....illusions, fulfilments of the oldest, strongest and most insistent wishes of mankind)।

Freud-এর দৃষ্টিতে ধর্ম হল প্রকৃতির ভয়াবহ ঘটনা যেমন ভূমিকম্প, বন্যা, ঝড়, রোগমৃত্যু প্রভৃতির বিরুদ্ধে এক ধরনের মানসিক প্রতিরোধ। Freud-এর মতে এইসব ঘটনা বা শক্তির মাধ্যমে প্রকৃতি মানুষের কাছে ভয়াবহ, নিষ্ঠুর অপ্রতিরোধী রূপে আবির্ভূত হয়। কিন্তু মানুষের কল্পনা প্রকৃতির এই শক্তিগুলিকে প্রাকৃতিক

Scanned by CamScanner

শক্তিরূপে গণ্য না করে কতকগুলি রহস্যময় ব্যক্তিগত (personal) শক্তিতে রূপান্তরিত করে। Freud বলেন, নৈর্ব্যক্তিক শক্তি ও ঘটনার বিরুদ্ধে করার কিছু নেই, তারা সবসময়ই মানুষের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। কিন্তু এইসব ঘটনা বা শক্তিকে নৈর্ব্যক্তিক মনে না করে যদি ব্যক্তিগত মনে করা হয়, যদি ভাবা যায় যে আমাদের মতো তারাও আবেগের অধিকারী, তাদের মনেও ক্রোধ জাগে তাহলে আর তেমন হতাশার ভাব জাগে না। যদি মনে করা হয় মৃত্যু মানুষের জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি নয়, বরং কোন অশুভ ইচ্ছার (evil will) নিষ্ঠুর ক্রিয়া ; যদি মনে করা হয় যে প্রকৃতিতে আমাদের মতো সত্তার অস্তিত্ব আছে যাদের আমরা নিয়ত আমাদের সমাজে দেখি, তাহলে আমরা স্বস্তি বোধ করি। অতিপ্রাকৃত বা অপার্থিব হলেও আমরা তেমন ভয় পাই না এবং আমাদের অসহায় উদ্বেগকে মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে দূর করা যায় কিনা তা ভেবে দেখি। আমরা হয়তো সঙ্গে সঙ্গেই কোন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারি না, তবে অসহায় হয়ে নিষ্ক্রিয়তার শিকারও হয়ে পড়ি না। অন্ততপক্ষে আমরা প্রতিক্রিয়া করতে পারি। আমরা যে কোনো প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে পারি না এটাও হয়তো সত্য নয়। আমরা আমাদের সমাজে বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে যেভাবে প্রতিক্রিয়া করি এইসব ভয়ঙ্কর অতিমানবের ক্ষেত্রেও আমরা সেই জাতীয় প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করতে পারি। আমরা এদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতে পারি, এদের খুশি করতে পারি, এদের উৎকোচ প্রদান করতে পারি এবং এইভাবে এদের উপর প্রভাব বিস্তার করে এদের কিছু ক্ষমতা হরণ করে নিতে পারি বা প্রভাব খর্ব করতে পারি।

ইহুদি খ্রিস্টান ধর্মে এর সমাধান খোঁজা হয়েছে এক মহান পিতার কল্পনা করে। শৈশবে রক্ষাকারী পিতার যে স্নেহময় মুখ আমরা দেখেছি, সেই সমাহিত স্মৃতিকেই বহির্বিশ্বে অভিক্ষেপণ করে এক দিব্য পিতার (Divine father) প্রতিরূপ গড়ে তুলি। এইভাবে ধর্ম হল মানুষের এক স্নায়বিক আবেশ ("...the universal obsessional neurosis of humanity")। ধর্ম হল রোগের (disease) মতো। এই রোগ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হল অলীক কল্পনার উপর নির্ভর না করে বিজ্ঞাননির্ভর প্রামাণিক তথ্যের উপর নির্ভর করা।

Totem and Taboo নামক গ্রন্থে Freud মানুষের ধর্মীয় জীবনের প্রচণ্ড আবেগগত তীব্রতা এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত অপরাধবোধ এবং দেবতাদের নির্দেশ মান্য করার জন্য যে বাধ্যতাবোধ, তা ব্যাখ্যা করার জন্য ঈডিপাস কমপ্লেক্সের (Oedipus complex) গুরুত্বপূর্ণ ধারণাটি প্রবর্তন করেছেন। গ্রিক পুরাণে ঈডিপাস এমন একটি চরিত্র যিনি না জেনে পিতাকে হত্যা করেন এবং মাতাকে বিবাহ করেন।

Scanned by CamScanner

ঈডিপাস কমপ্লেক্স বলতে Freud মনে করেন শিশুর নির্জ্ঞানে পিতার প্রতি ঈর্ষাপোষণ এবং মাতাকে কামনা করা। তিনি মানুষের ইতিহাসে এমন একটি প্রাগৈতিহাসিক স্তরের কথা বলেছেন যখন গোষ্ঠীর একক (unit) ছিল একটি আদিম দল (Primal horde) যা গঠিত হত মাতা, পিতা ও সন্তানকে নিয়ে। দলে পিতারই ছিল প্রাধান্য এবং স্ত্রীলোকদের উপর তার ছিল একাধিপত্য। পুত্রদের মধ্যে যদি কেউ তার ক্ষমতা বা অবস্থা সম্পর্কে কোনরকম অভিযোগ উত্থাপন করত তাহলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে বিতাড়িত করা হত বা হত্যা করা হত। যখন পুত্ররা দেখল যে একক ব্যক্তি হিসেবে পিতারূপ নেতাকে পরাস্ত করা সহজ নয় তখন তারা একত্রিত হয়ে তাকে হত্যা করত (এবং নরখাদক বা cannibal বলে হত্যার পর খেয়েও ফেলত)। এই ছিল আদিম অপরাধ (the primal crime), পিতৃহত্যা যা মানুষের মনোরাজ্যে আলোড়ন তুলেছিল যার থেকে বিকশিত হয়েছে নৈতিক বিবেক, টোটেমবাদ (totemism) এবং ধর্মের অন্যান্য বিষয়। পিতাকে হত্যা করার পর পুত্রদের মনে অনুশোচনা জাগে এবং তারা বিমর্ষ হয়। তারা দেখতে পায় যে সকলের পক্ষে পিতার স্থান গ্রহণ করা সম্ভব নয় এবং সংযমেরও প্রয়োজন আছে। মৃত পিতার বিধিনিষেধগুলি নতুন নৈতিক কর্তৃপক্ষের (moral authority) সৃষ্টি করল এবং নিকটাত্মীয়দের মধ্যে যৌন সংসর্গ (incest) নিষিদ্ধ বিবেচিত হতে লাগল। ঈডিপাস কমপ্লেক্স প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে নবরূপে জাগ্রত হয়। ধর্মের সঙ্গে ঈডিপাস কমপ্লেক্স-এর অনুষঙ্গ (association) থাকার ফলে মানুষের মনে রহস্যময় ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এবং শক্তিশালী অপরাধবোধ মানুষকে অলীক বিষয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। সুতরাং, ধর্ম হল অবদমিতের প্রত্যাবর্তন (return of the repressed)।

Freud-এর ধর্মসম্বন্ধীয় বক্তব্যের তাৎপর্য এরূপ—ধর্ম হল ইচ্ছাপূরণের ফল। ধর্মের একেশ্বরবাদী রূপের ক্ষেত্রে বাস্তব জগতের নানা ভ্রান্তিযুক্ত পিতাকে স্বর্গের সর্বশক্তিমান ও ভ্রান্তিহীন পিতারূপে অভিক্ষেপ (projection) করা হয়। এই উপায়ে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে শৈশবাবস্থাতেই রেখে দেওয়া হয়। একথা বলার অর্থ হল ধর্মে শিশুসুলভ আচরণ ধারাকে চিরস্থায়ী করে রাখা হয় বিশেষ করে অপরাধ করা এবং ক্ষমা চাওয়ার ক্ষেত্রে। অবশ্য ইচ্ছাপূরণের ফল বলেই ধর্মীয় বিশ্বাসের মিথ্যাত্ব নিঃসৃত হয় না। Freud বিশ্বাস করতেন ধর্মবিশ্বাস যে একধরনের মিথ্যা বিশ্বাস যা স্বাধীন যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা যায়। কিন্তু তিনি এটা ভেবেছেন যে ধর্ম হল বিশেষ একধরনের ভ্রান্তির প্রজাতি (species) এবং ক্ষতিকর ভ্রান্তি, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিকভাবে যখন আমরা বুঝতে চেষ্টা করি যে প্রকৃতসত্তা কী এবং আমরা চাই এই সত্তা কেমন হোক।

Scanned by CamScanner

Darwin এবং Robertson Smith-এর কাছ থেকে Freud 'আদিম দল' বা primal horde-এর ধারণাটি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান কালের নৃতত্ত্ববিদগণ (anthropologists) সাধারণত এই ধারণা বর্জন করেছেন। এমনকি যে ঈডিপাস কমপ্লেক্স-এর উপর Freud গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন বর্তমানকালের মনোবিজ্ঞানীগণ এমনকি Freud-এর শিষ্যগণের অনেকেই সবরকম ঘটনার ব্যাপারে এখন আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন না। উপরন্তু দার্শনিক সমালোচকগণ নির্দেশ করেছেন যে Freud-এর মানসিক পরমাণুবাদ (mental atomism) ও নিয়ন্ত্রণবাদের (determinism) দার্শনিক তত্ত্ব হিসেবে গুরুত্ব আছে কিন্তু পর্যবেক্ষণমূলক বিবরণ হিসেবে কোন গুরুত্ব নেই।

Freud-এর ধর্মসম্পর্কীয় মত সামগ্রিকভাবে নিলে খুবই দূরকল্পনাভিত্তিক (speculative) এবং সম্ভবত তাঁর চিন্তার খুবই কম স্থায়ী দিক, কিন্তু তাঁর সাধারণ মত যে ধর্মে আস্থা হল একধরনের মনস্তাত্ত্বিক অবলম্বন (psychological crutch) এবং অলীক চিন্তা (phantasy thinking)—অনেকেই এই মতের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। অভিজ্ঞতায় আমরা যে ধর্মকে পাই তার মধ্যে বহু বৌদ্ধিক উপাদানের মিশ্রণ রয়েছে এবং ইচ্ছাপূরণ নিঃসন্দেহে ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং তা বহু ভক্তের মনে একটি প্রধান উপাদান।

John Hick ফ্রয়েডের ধর্মসম্বন্ধীয় অভিমতের আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে পিতা-প্রতিরূপের (father image) কথা বলতে গিয়ে Freud হয়তো ঈশ্বর কীভাবে মানুষের মনে তাঁর একটি ধারণা সৃষ্টি করেছেন সেই কলাকৌশলের কথাই বলেছেন। ইহুদি-খ্রিস্টান ধর্মে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্পর্কের অনুরূপ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কাজেই এটা বিস্ময়কর কিছু নয় যে, মানুষ ঈশ্বরকে স্বর্গীয় পিতারূপে চিন্তা করবে এবং পিতার উপর শিশুর একান্ত নির্ভরতা ও পারিবারিক পরিবেশে ভালোবাসা এবং নিয়মনিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শিশুর বড়ো হয়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ ঈশ্বর সম্পর্কে অবহিত হবে। পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, যে মন এখনও ধর্মের প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করেনি সেই মনের কাছে মনস্তাত্ত্বিক ঘটনার প্রাকৃতিক ও ধর্মীয় ব্যাখ্যা দুই-ই গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

John Hick উপসংহারে বলেন, ধর্ম সম্পর্কে Freud-এর তত্ত্ব সত্য হলেও হতে পারে কিন্তু প্রমাণিত সত্য নয়।

Scanned by CamScanner